কলকাতা হাই কোর্টে

ফৌজদারী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার আপীল দিক

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩ সালের সি. আর. আর. ৩৮০৪

শ্রীমতী বন্দিতা কুণ্ডু

বনাম

শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার কুণ্ডু

আবেদনকারীর জন্য ঃ শ্রী আভরা মুখার্জি

শ্রী সৌরদীপ দত্ত

বিরোধী দলের পক্ষে ঃ শ্রী জগন্নাথ গাঙ্গুলি

শুনানি হয়েছে ঃ ২৬.০৪.২০২৩, ১০.০৮.২০২৩

রায় হয়েছে ঃ ২৭.০৯.২০২৩।

বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ--

১) তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭ নম্বর ধারার অধীনে ২০০৭ সালের ১ নম্বর মামলায় বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনার দ্বারা প্রদত্ত ২৬/০৯/২০১৩ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আদেশের তারিখ থেকে ৩,৯০০/- টাকা বাড়িয়ে মাত্র ৭,০০০/- টাকা করেছে এবং ২০০৭ সালে আবেদনকারী আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে নয় যখন আবেদনকারী প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন, তিনি একা তার বড় ভাইয়ের ফ্ল্যাটে থাকতেন, তাকে মাসিক বিশাল বৈদ্যুতিক বিল ৭০০ টাকা প্লাস-মাইনাস, তারিখ অনুযায়ী প্রতি মাসে ১৫০ টাকা ফ্ল্যাটের রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ দিতে হয়েছিল,

অস্থায়ী গৃহকর্মীর জন্য ৮০০ টাকা প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ সহ অস্থায়ী গৃহকর্মীর জন্য ৮০০ টাকা প্রদান, জরুরী জন্য মাসিক বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সেল ফোন চার্জ ৭০০ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় প্রতি মাসে গড়ে ১০,০০০ টাকার বেশি। ২০০৬ সালের সি. আর. আর নং ৭৫ (শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার কুণ্ডু বনাম বন্দিতা কুণ্ডু)-এ এই মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১২/১০/০৭ তারিখের রায় ও আদেশে রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ ৪,৩০০/- টাকা কমিয়ে ৩,৫০০/- টাকা করা হয়েছে, যা ২০০৫ সালের এম. কেস নং ১-এ বিজ্ঞ জে.এম., ১৮তম আদালত, বিধাননগর দ্বারা পাস করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই কারণে যে সেই সময়ে স্ত্রী স্বামীর সরকারি ফ্ল্যাটে বসবাস করছিলেন যিনি পরবর্তীতে মার্চ ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং যে পুত্র সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ছিলেন তিনি তার সাথে অন্য জায়গায় বসবাস করছিলেন এবং ২০১১ সালের CRR নম্বর ১৭৮৮ (শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার কুন্ডু বনাম বন্দিতা কুন্ডু) ফাইল করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭ ধারার তাত্ক্ষণিক ধারা বাতিল করার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে অবৈধ প্রচেষ্টা যা ১৭.১০.১২ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল, এবং ২০১১ সালের এই জাতীয় সিআরআর নং ১৭৮৮-এ তিনি দমন করেছিলেন যে ইতিমধ্যে একই কারণে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা বিচারক, বারাসাতের সামনে আরেকটি সংশোধন বিচারাধীন ছিল অর্থাৎ সিআরআই ২০১১ সালের ৬১ নম্বর প্রস্তাব (শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার কুণ্ডু বনাম বন্দিতা কুণ্ডু)। বিজ্ঞ দায়রা বিচারকের সামনে এটি চাপা দেওয়া হয়েছিল যে স্বামী নিজেও ২০১১ সালের ১৭৮৮ নম্বর সিআরআর দায়ের করেছিলেন, যার মাধ্যমে স্বামী উভয় আদালতে এই ধরনের অভিযোগ দমন করার পরে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৭-এর অধীনে ত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন।

২) পক্ষগুলির একমাত্র ছেলে এখন প্রায় ২৮ বছর বয়সী যিনি স্বীকার করেছেন যে তীব্র সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত তিনি স্বামীর সাথে বসবাস করছেন।

বিরোধী পক্ষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার পর আবেদনকারী কার্যত আবেদনকারীর বড় ভাইয়ের বাড়িতে তাঁর পিতামাতার বাসভবনের কাছে তার ফ্ল্যাটে তার দিন কাটাচ্ছেন।

৩) ২০০৭ সালে স্ত্রী/আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৭-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩,৯০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকা চেয়ে আবেদন করেছিলেন, যা ২০০৭ সালের এম. কেস নম্বর ১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৪) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৭-এর অধীনে ২০০৭-এর এম মামলা নম্বর ১-এ বিজ্ঞ জেএম, বিধাননগর, ২৪ - পরগনা (এন) দ্বারা ২৬.৯.১৩ তারিখের বাতিল করা রায় এবং আদেশটি ৩,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,০০০ টাকা করেছে, তাও আদেশের তারিখ থেকে এবং আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ থেকে নয় যখন আবেদনকারী প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যেহেতু তিনি বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছেন, তিনি তার বড় ভাইয়ের ফ্ল্যাটে থাকতেন।

৫) আবেদনকারী বলেছিলেন যে এই অল্প পরিমাণে ৩,৫০০/- বা ৭,০০০/- বা ১০,০০০/- টাকা মামলার প্রদত্ত পটভূমিতে অপর্যাপ্ত ছিল, বিশেষত যখন স্ত্রীকে তার ভাইয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল যার ফ্ল্যাটে সে বসবাস করছিল। আবেদনকারী গুরুতর অসুস্থতা এবং গাঁটের ব্যথার কারণে খুব কমই আদালতে উপস্থিত হতে পারে।

৬) আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছিলেন যেঃ--

i) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকা প্রদান করা উচিত ছিল যখন ২০০৭ সালে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে ২০১৩ সালে পরিমাণ কম ছিল।

ii) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ১০,০০০/- টাকার আদেশ পাস করা উচিত ছিল।

iii) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের মামলা-মোকদ্দমার জন্য একটি আদেশ পাস করা উচিত ছিল।

iv) এই পরিমাণটি নিজেকে বজায় রাখার জন্য খুব কম।

v) যতক্ষণ না প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ স্ত্রীকে ভুগতে হবে যা অর্থের মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না।

৭) আবেদনকারীকে আদালতে নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেশ কয়েকটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে উচ্চ আদালতের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি নিয়োগ করা হয়েছিল, যিনি আদালতে উপস্থিত হননি। আবেদনকারীর ছেলের দ্বারা চিকিত্সা করা চিকিত্সার নথি সহ বিপরীত পক্ষ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

৮) বিতর্কিত আদেশটি বিবেচনা করা হয়েছে। রজনীশ বনাম নেহা ও আরেকজন (১)-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ বিতর্কিত নয়, তাই স্ত্রীর ভরণপোষণের উপায় থাকা বিরোধী পক্ষকে আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে পরবর্তী প্রতিটি মাসের ৭ দিনের মধ্যে প্রতি মাসে ৭,০০০/- টাকা প্রদান করতে হবে। বকেয়া ৪৮টি কিস্তিতে প্রদান করতে হবে।

৯) উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়।

১০) খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

১১) প্রয়োজনীয় তথ্য ও সম্মতির জন্য এই রায়ের অনুলিপি শিক্ষিত বিচার আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

---

১) (২০২১) ২ এসসিসি ৩২৪।

১২) সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপিতে কাজ করবে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly